গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

অপারেশন ও সমন্বয়শাখা

www.gsb.gov.bd

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের মার্চ/২০২১ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	**ড. মহঃ শের আলী** **মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)**
তারিখ	:	**২৩ মার্চ, ২০২১**
সময়	:	**সকাল ১০:০০ ঘটিকা**
স্থান	:	**সভাকক্ষ**
উপস্থিত সদস্য	:	**পরিশিষ্ট -ক**

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। অতঃপর সভাপতি পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) কে কার্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা শুরুর অনুরোধ করেন।

সভার আলোচ্য সূচিসমূহ:

(১) বিগত ২৩-০২-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।

(২) বিগত ২৩-০২-২০২১ তারিখের সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও নতুন বিষয়াদির পর্যালোচনা।

মহাপরিচালক পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিয়ে কোন সদস্যের দ্বিমত না থাকায় কার্যবিবরণী নিশ্চিত করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বিগত মাসের সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন এবং উপস্থিত কর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা
	ভূবিজ্ঞান সংক্রান্ত		
১।	মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে ১৭-২৬ মার্চ জিএসবি কর্তৃক আয়োজিত দশ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের সফল সমাপ্তির পর আগামি ২০২২ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর পাশাপাশি জিএসবি'র ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন আয়োজনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। দশ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের ভূ-বৈজ্ঞানিক আলোচনা সভার বক্তারাও জিএসবি'র সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। পূর্ববর্তী সভায় এ উদযাপন সংক্রান্ত একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখার শাখা প্রধান জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, মহাপরিচালক ইতোপূর্বে দশ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান শেষ করে তারপরে জিএসবি'র সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের কমিটি গঠনের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন। মহাপরিচালক জানান, জিএসবি'র সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের আওতায় কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করা যেতে পারে প্রস্তুতি কমিটি তার একটি তালিকা তৈরি করবে।	ক) ২৬ মার্চের পরে জিএসবি'র ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের জন্য একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হবে।	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখা
২।	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক বহিরঙ্গন কর্মসূচি সংক্রান্ত আলোচনাকালে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখার শাখা প্রধান জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, বর্তমানে ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন এবং কোয়াটারনারি ভূতত্ত্ব শাখা হতে ১ টি এবং খনন শাখা হতে ১ টি মোট ২টি দল বহিরঙ্গনে অবস্থান করছে। এছাড়াও অর্থনৈতিক ভূতত্ত্ব ও রিসোর্স অ্যাসেসমেন্ট শাখা থেকে আরো ১ টি দল শীঘ্রই বহিরঙ্গণে যাবে। ভূ-রসায়ন এবং পানিসম্পদ শাখা হতে অপর ১ টি দল বহিরঙ্গনে যাবার পূর্ব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। এ পর্যায়ে মহাপরিচালকের প্রশ্নের জবাবে জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, অদ্যাবধি আমারা এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আগাচ্ছি এবং এ ধারা অব্যাহত থাকলে বহিরঙ্গন কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট এপিএ'র	ক) পরিকল্পনা অনুযায়ী বহিরঙ্গন কর্মসূচি সম্পন্ন করতে হবে।	সকল শাখা

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা
	লক্ষ্যমাত্রা সহজেই অর্জন করা সম্ভব হবে।		
৩।	বরিশাল, খুলনা, সাতক্ষীরা ও ফরিদপুর শহর এলাকায় চলমান Geo-information for Urban Planning and Adaptation to Climate Change, Bangladesh (GeoUPAC) প্রকল্প সংক্রান্ত আলোচনায় প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল কামাল, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, প্রকল্পের সহায়তায় জিএসবি'র জন্য ১টি তথ্যচিত্র তৈরি করা হবে। তিনি উল্লেখ করেন, তথ্যচিত্রের বিষয়বস্তু নির্বাচন করার জন্য আলাদা কমিটি গঠন না করে এ সংক্রান্ত জিএসবি'র পূর্বের কমিটি ও প্রকল্প পরিচালক আলোচনার মাধ্যমে বিষয়বস্তু নির্বাচন করলে কাজটি সহজতর হবে। এ প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক জানতে চান, প্রকল্প শেষ হলে জিএসবিতে কি Geo-information সংক্রান্ত নতুন কোন শাখা খোলার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না? এর জবাবে জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল কামাল, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, Geo-information এর কাজ অনেক দীর্ঘ মেয়াদি এবং এর জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। ফলে পূর্বের ন্যায় প্রকল্পের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের Geo-information এর কাজ সম্পন্ন করা অধিক যুক্তিযুক্ত হবে। এছাড়াও জিএসবি প্রয়োজনে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কারিগরি সহায়তা ও বিশেষজ্ঞ মতামত দিতে পারে। জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, ইতোমধ্যেই নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে এ ধরনের কিছু প্রতিবেদনের উপর জিএসবির নিকট বিশেষজ্ঞ মতামত চাওয়া হয়েছে এবং নগর ও প্রকৌশল ভূতত্ত্ব শাখা হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত দেয়া হয়েছে। মহাপরিচালক বলেন, সেক্ষেত্রে চলমান প্রকল্পের দাতা দেশের সাথে কথা বলে প্রকল্পের পরবর্তী ধাপ শুরু করার পূর্বে প্রকল্প এলাকার পরিধি যথাসম্ভব বাড়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।	ক) জিএসবি'র জন্য ১টি তথ্যচিত্র তৈরিতে GeoUPAC প্রকল্প প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। জিএসবি'র ভিডিও চিত্র ধারন সংক্রান্ত পূর্ববর্তী কমিটি ও প্রকল্প পরিচালক আলোচনার মাধ্যমে তথ্যচিত্রের বিষয়বস্তু নির্বাচন করবে। খ) প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ে কাজের সুযোগ থাকলে প্রকল্প এলাকার পরিধি যথাসম্ভব বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।	GeoUPAC প্রকল্প
৪।	জিএসবি'র রাজস্ব বাজেটের গবেষণা খাতে বরাদ্দ টাকা ব্যায় সংক্রান্ত আলোচনায় জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, এ খাতে বরাদ্দ টাকা ব্যায়ের নীতি/ গাইডলাইন তৈরির জন্য ইতোমধ্যেই একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। এছাড়া একটি গবেষণা প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে। কমিটি কাজ শেষ করার পরে এবং অন্য কোন গবেষণা প্রস্তাব আসলে কমিটির সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে।	ক) কমিটির সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে।	সংশ্লিষ্ট কমিটি
৫।	জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণের গুরুত্ব উল্লেখ করে বলেন, জিএসবি'র প্রতিটি শাখা হতে দেশের বিভিন্ন স্থানে গবেষণা কাজ পরিচালনার জন্য বহিরঙ্গনে অবস্থান করা হয় এবং বিভিন্ন ধরনের ভূতাত্ত্বিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এ সকল তথ্য উপাত্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন করার পরে আর কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু তথ্য উপাত্তগুলি ফিল্টারিং করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হলে জিএসবি অনেক উপকৃত হবে। এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ে ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণের জন্য জাতীয় পোর্টাল করা হয়েছে। জিএসবি তথ্য উপাত্ত সংরক্ষণের জন্য জাতীয় পোর্টালে সংযুক্ত হতে পারে। জনাব আসমা হক, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, আমরা প্রতি বছর বহিরঙ্গন হতে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করি। এ সব তথ্য ব্যবহার করে প্রয়োজনানুসারে লগ, ম্যাপ ও চার্ট তৈরি করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু মূল তথ্য উপাত্ত সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না যা অত্যন্ত জরুরি। এ প্রেক্ষিতে জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, জিএসবির ডাটা সেন্টারে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ডাটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হলে এ সকল তথ্য উপাত্ত সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল কামাল, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণের মানদন্ড ঠিক করার জন্য একটি নীতিমালা করতে পারলে কাজটি অধিক ফলপ্রসূ হবে।	ক) পরবর্তীতে সভায় ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে।	সকল শাখা প্রধান
	প্রশাসনিক আলোচনা		
১।	এপিএর ৫০ জনঘন্টা প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখার শাখা প্রধান জনাব আরিফ মাহমুদ,	ক) পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।	প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখা

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা
	পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, গত মাসে পরিচালক ও উপ-পরিচালকগণের সমন্বয়ে এসডিজি সংক্রান্ত ও ৩য় শ্রেণির কর্মচারিদের চাকুরি সংক্রান্ত ও e -nothi ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন, ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত এপিএতে প্রশিক্ষণের অগ্রগতি ২৬। চলতি অর্থবছরে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা ৫০। এ ধারা অব্যাহত থাকলে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত এপিএর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।		
২।	বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে জনাব মোঃ নুরুদ্দিন সরকার, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, আগামি ২৫ ও ২৬ মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎযাপন উপলক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা এবং পারিবারিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে জনসমাগম হবে। অতিথিরা গেট দিয়ে ঢোকার পূর্বে থার্মালগান দিয়ে তাদের তাপমাত্রা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রয়োজনে নতুন ১টি থার্মালগান কেনা যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক বলেন, আমাদের যে থার্মালগানটা রয়েছে সেটাই ব্যাটারি পরিবর্তন করে ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া সবাই যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মানার মাধ্যমে নিজেরা সচেতন থাকবে।	ক) যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মানার বিষয়ে পুনরায় ১টি নোটিশ দেয়া যেতে পারে।	কোভিড-১৯ কুইক রেসপন্স টিম
৩।	স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জিএসবি যেহেতু রাষ্ট্রপতির আদেশ দ্বারা গঠিত হয়েছে তাই জিএসবির জন্য ১টি আইন তৈরীর গুরুত্ব উল্লেখ করে মহাপরিচালক বলেন, জিএসবির কর্মকান্ডের সাথে সম্পর্কিত যে সব অধিদপ্তরের আইন আছে তাদের আইন পর্যবেক্ষণ করে জিএসবির জন্য ১টি আইনের খসড়া প্রণয়ন করা যেতে পারে। জিএসবির কার্যাবলী, সাংগঠনিক বিন্যাস ও আইনের যৌক্তিকতা উল্লেখ করে আইনের খসড়া প্রণয়ন করতে হবে।	ক) জিএসবির কার্যাবলী, সাংগঠনিক বিন্যাস ও আইনের যৌক্তিকতা উল্লেখ করে ১টি আইন প্রণয়ন করতে হবে।	জিএসবির আইন/বিধি প্রণয়ন কমিটি

সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

৫/০৪/২০২১
(ড. মহঃ শের আলী)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

নং-২৮.০৫.০০০০.০০৪.০১.০৪৪.১৮/ ২৯২ তারিখ: ০৮.০৪.২০২১ খ্রি.।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল:-

১। সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। শাখা প্রধান/প্রকল্প পরিচালক/সেল প্রধান ---জিএসবি, ঢাকা।
৩। সভাপতি, আইসিটি ও ওয়েব টিম (জিএসবি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ), জিএসবি, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জিএসবি, ঢাকা।

৮/৪/২১
(মঈনউদ্দিন আহম্মেদ)
পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়)